দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 06 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

১

৪৭

গ্রামীণ দারিদ্র্য বনাম শিক্ষা

প্রকট দারিদ্র্য গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মারাত্মক বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাজার হাজার শিশু স্কুলে যেতে পারছে না। শিক্ষা অপেক্ষা অস্তিত্ব রক্ষাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে। স্কুলে না গিয়ে তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য কেউ রাখালের কাজ করছে, কেউ ধনী কৃষকের বাড়িতে বা হোটেল রেস্তোরাঁয় কাজ করছে। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে একমাত্র পঞ্চগড় জেলাতেই ৩৭ হাজার শিশু দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে রাখালের কাজ করছে।

পঞ্চগড় একটি ছোট জেলা। সেখানেই যখন ৩৭ হাজার শিশু দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সারা দেশে এই ধরনের শিশুর সংখ্যা যে কয়েক লক্ষে গিয়ে পৌঁছুবে সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদের পিতামাতাদের চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে জীবন কাটাতে হয়। শিশুদের তারা স্কুলে পাঠাতে পারে না দু'কারণে। প্রথম কারণটি এই যে, এসব শিশু বিভিন্ন কাজ করে সংসারের জন্য কিছুটা হলেও সহায়তা করে। এতে দরিদ্র পিতামাতার দারিদ্র্য মোচন না হলেও তাদের অভাবের তীব্রতা অন্ততঃ কিছুটা হলেও হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়তঃ কারো কারো আর্থিক সমস্যা তেমন প্রকট না হলেও তাদের পক্ষে সন্তানদের স্কুলের পোশাক পরিচ্ছদ বা খাতাকলম কিনে দেবার সামর্থ্য নেই। এই সমস্যাটি মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। তাই অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করা হয় বটে কিন্তু অচিরেই তারা ঝরে পড়ে। ঝরে পড়ার সংখ্যা মেয়েদের মধ্যে বেশি হলেও ছেলেদের মধ্যেও তা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। বস্তুত এটা আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একটা বড়রকমের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেশে এখন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। শিক্ষার ব্যাপকতম সম্প্রসারণই এই কার্যক্রমের লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের মনে হয়, গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব না হলে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমস্যাক্রান্ত হয়ে উঠবে। বাধ্যতামূলক শিক্ষা জবরদস্তির ব্যাপার নয়। পিতা-মাতার দারিদ্র্য মোচন না হলে তাদের পক্ষে তাদের শিশুদের স্কুলে প্রেরণ সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। ভর্তি হলেও শিশুদের ঝরে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি।

মূল সমস্যার অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচন রাতারাতি সম্ভব নয়। তবে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক কার্যক্রম জোরদার করে সমস্যার তীব্রতা লাঘব করার অবকাশ আছে। অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থনৈতিক সহায়তাদানের প্রশ্নটিও বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। এ ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ না নিলে বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হতে পারে। আমরা তাই বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।